



## 150158 - কোন অমুসলমিকে কুরআন শিক্ষা দয়ার হুকুম

### প্রশ্ন

আমার একজন গার্ল ফ্রেন্ড আছে। সে লেখোপড়া শেষ করার পর ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে। সে ইসলামের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। আমি তাকে কিছু আয়াত শিক্ষা দিয়েছি। যমেন- সূরাতুল ফাতহা, আয়াতুল কুরসি। সে তার ইচ্ছায় এগুলো শিখছে ও মুখস্থ করছে। এটা কি জায়গে হয়েছে, যহেতে বর্তমানে সে অমুসলমি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

কোন অমুসলমিরে কুরআন শিখতে কোন অসুবিধা নাই; যদি তার ইসলাম গ্রহণের ও এ শিক্ষার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার আশা করা যায়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

আমাদের মাযহাবের আলমেগণ বলেন: কোন কাফরকে কুরআন শূনা থেকে ও মুসহাফ স্পর্শ করা থেকে বাধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু, তাকে কি কুরআন শিক্ষা দেওয়া জায়গে হবে? এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে; যদি তার ইসলাম গ্রহণের আশা না থাকে তাহলে জায়গে হবে না। যদি আশা থাকে তাহলে দুই অভিমতের মধ্যে অধিকতর সঠিক অভিমত হচ্ছে- জায়গে হবে। কাযী হোসাইন অকাট্যভাবে এ মত ব্যক্ত করছেন, বাগাভী ও অন্যান্য আলমে এ মতকে অগ্রগণ্যতা দিয়েছেন।[সমাপ্ত]

[আল-মাজমু (২/৮৫)]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এ মাসয়লায় সলফে সালহীনগণ মতভেদে করছেন: ইমাম মালকে (রহঃ) কাফরকে কুরআন শিক্ষা দিতে বারণ করেন। ইমাম আবু হানফা (রহঃ) অবকাশ দেন। ইমাম শাফয়েরি বক্তব্য বিপরীতমুখী। এ ব্যাপারে যা অগ্রগণ্য অভিমত হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটাই হল এটি ব্যাখ্যামূলক। যার ইসলাম সম্পর্কে ও ইসলামে প্রবেশ করার আগ্রহ রয়েছে; সাথে তার ব্যাপারে এই



নশ্চিয়তা পাওয়া যায় যে, সে এর মাধ্যমে কুরআনরে উপর অপবাদ আরোপ করবে না এই ব্যক্তি এবং যার ব্যাপারে নশ্চিয়তা হওয়া যায় যে, এটি তার মাঝে প্রভাব বিস্তার করবে কি, করবে না কথিবা ধারণা হয় যে, সে এর মাধ্যমে ইসলামের উপর অপবাদ আরোপ করবে- এই দুইজনরে মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এছাড়া পরিমাণে কম ও বেশি এ দুই দিক থেকে পার্থক্য করতে হবে।[সমাপ্ত]

[ফাতহুল বারী (৬/১০৭)]

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর মুশরকিদরে মধ্যে কটে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দনি; যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দনি। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।”[সূরা তওবা, আয়াত: ৬]

শাওকানী (রহঃ) বলেন:

অর্থাৎ যে মুশরকিদরে বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করার আদর্শিত হয়েছেন তাদের কটে যদি আপনার আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দনি। অর্থাৎ আপনি তাকে আশ্রয় দনি, নিরাপত্তা দনি, রক্ষাকারী হোন; যাতে করে সে আপনার কাছ থেকে আল্লাহর কালাম শুনতে পায় এবং যথাযথভাবে সটোকৈ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং আপনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন সে দাওয়াতরে হাকীকত জানতে পারে। এরপর আপনি তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দনি অর্থাৎ যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে আল্লাহর কালাম শুনার পর যে স্থানকে সে নিরাপদ মনে করে সেখানে পৌঁছিয়ে দনি।[ফাতহুল কাদিরি (২/৪৯১)]

দুই:

ইসলাম গায়রে মাহরাম যুবক-যুবতীর মাঝে সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে না। এ বিষয়ে জানতে পড়ুন: [126339](#) নং প্রশ্নোত্তর। যদি আপনি এ ময়ে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য উপদেশে হচ্ছে- আপনি ময়েটেকৈ ব্যিয়ে করে ফেলুন; যাতে করে ব্যিয়েটা তার ইসলাম গ্রহণের পথে সহায়ক হতে পারে এবং আপনি সম পরিমাণে সওয়াব পাবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তাওফিক ও হদোয়তে প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।